অনুরূপা দেবীর
অমর উপন্যাস

গরীবের মেয়ে

পরিচালনা অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়

সুরশিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

সর্ব্বজনপ্রিয় চিত্রনট অমর

স্বর্গীয় ধীরাজ ভট্টাচার্য্যের স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত

গরীবের মেয়ে

কাহিনী : অনুরূপা দেবী   চিত্রনাট্য ও সংলাপ : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

সঙ্গীত : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

পরিচালনা : অর্দ্ধেন্দু মুখার্জ্জী

গীতিকার :	...	বিমল চন্দ্র ঘোষ	অর্কেস্ট্রা :	...	সুরশ্রী
চিত্র শিল্পী :	...	নির্ম্মল গুপ্ত	সম্পাদনা ও তত্ত্বাবধানে :	...	রবীন দাস
শব্দ যন্ত্রী :	...	গৌর দাস	পুনঃ শব্দযোজনা :	...	শিশির চ্যাটার্জ্জি
শিল্প নির্দ্দেশ :	...	বটু সেন	প্রচার ও স্থির চিত্র :	...	ক্যাপস্
সম্পাদনা :	...	অনিল সরকার	ব্যবস্থাপনা :	...	বিবেক বক্সী
রূপ সজ্জা: শৈলেন গাঙ্গুলী ও নৃপেন চট্টোপাধ্যায়			কণ্ঠ সংগীতে :		হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সমরেশ রায় প্রতিমা বন্দোপাধ্যায়, গায়ত্রী বসু
দৃশ্যাঙ্কন :	...	কবি দাশগুপ্ত			

• সহকারীবৃন্দ •

পরিচালনায় : অনিল চ্যাটার্জ্জি, মহেন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বিশ্বনাথ মুখার্জ্জি ★ সঙ্গীতে : অমল মুখোপাধ্যায় চিত্রশিল্পে : শান্তিময় গুহ, অনিল ঘোষ, নিশাকর ★ শব্দযন্ত্রে : সিদ্ধি নাগ, জগৎ দাস ★ শিল্প নির্দ্দেশ : সূর্য্য চ্যাটার্জ্জী ★ তড়িৎ নিয়ন্ত্রনে : শান্তি সরকার, আমেদ, মনোরঞ্জন ★ ব্যুম নিয়ন্ত্রনে : গুপ্ত সম্পাদনায় : গৌর দে ★ ব্যবস্থাপনায় : গৌর দাস, বাহাদুর

• রূপায়ণে •

৺ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী, তুলসী চক্রবর্ত্তী, অনিল চ্যাটার্জ্জী, আশীষ কুমার, জহর রায়, অজিত চ্যাটার্জ্জী, শৈলেন মুখার্জ্জী, মনি শ্রীমানি, পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, ধীরাজ দাস, রথীন ঘোষ, মাঃ সুখেন, বিশ্বনাথ চ্যাটার্জ্জী, অলোক গাঙ্গুলী, তারক বন্দোপাধ্যায়, কাশীনাথ, মিণ্টু, ব্রজেন, অজিত, কানাই, জ্যোতির্ময়, অনাথ, শ্যামল, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সবিতা চট্টোপাধ্যায়, শোভা সেন, রেবা বসু, রেনুকা রায়, সাধনা রায় চৌধুরী, শীলা পাল, ইরা ঘোষাল, ইরা চক্রবর্ত্তী, নমিতা দত্ত, শুক্লা সেন (ছোট), বুল বুল, মঞ্জু দেবী, রীনা ব্যানার্জ্জী

• কৃতজ্ঞতা স্বীকার •

দক্ষিনেশ্বর টেগোর ভিলা, মেট্রোপলিটন ব্যাঙ্ক, ধীরেন অধিকারী, মন্মথ কুমার রায়, এস মুখার্জ্জী

পরিস্ফুটন : বিজন রায়ের তত্ত্বাবধানে ফিল্ম সার্ভিস ল্যাবরেটারী

ও

ননীচ্যাটার্জ্জী ইন্দ্রপুরী সিনে ল্যাবরেটারী প্রাঃ লিঃ

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে আর সি. এ. শব্দযন্ত্রে গৃহীত

একমাত্র পরিবেশক : মুভিমায়া (প্রাঃ) লিঃ

গল্পাংশ

জীবনে একমাত্র টাকাই চিনেছিল অনুকূল চক্রবর্ত্তী। শুধু যক্ষের মতো সঞ্চয় করতো—লোকটা যেমন নিষ্ঠুর, তেমনি কুটিল।

স্ত্রী স্বর্ণ চোখের জল না মুছে দিন কাটান না। মেয়ে নীলিমা—স্কুলের ভালো ছাত্রী। একমাত্র ছেলে শুভেন্দুকে লেখাপড়া শেখালো না—অল্প বয়সেই বখাটে হয়ে উঠেছিল শুভেন্দু।

অনুকূলের বাল্যবন্ধু ভুবন রায় সম্পূর্ণ অন্য ধরণের মানুষ। কলকাতার কৃতী ব্যবসায়ী। তিনি নিজের কাছে নিয়ে রাখলেন শুভেন্দুকে।

নিজের একমাত্র ছেলে সুশীল হীরের টুকরো। মেডিক্যাল কলেজের রত্ন। এম-বি পরীক্ষা দিয়ে সে শুভেন্দুর সঙ্গে বেড়াতে এল অনুকূলের বাড়ীতে—দানাপুরে।

অনুকূল ভাবেন—এ কী আপদ! বাড়ীতে অতিথি এলেই তো অপচয়। কিন্তু লজ্জায় মরে গেলেন স্বর্ণ আর নীলিমা। অনুকূলকে না জানিয়েই তাঁরা সুশীলের উপযুক্ত অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করলেন, —মেডেল বাঁধা দিয়ে নীলিমা সুশীলের জন্য খাবার দাবার কিনে নিয়ে এল।

কূটবুদ্ধি অনুকূলের কাছে তা গোপন রইল না। তার মনে জাগল শয়তানী বুদ্ধি। সুশীলের সঙ্গে নীলিমার বিয়ে দিলে কেমন হয়?

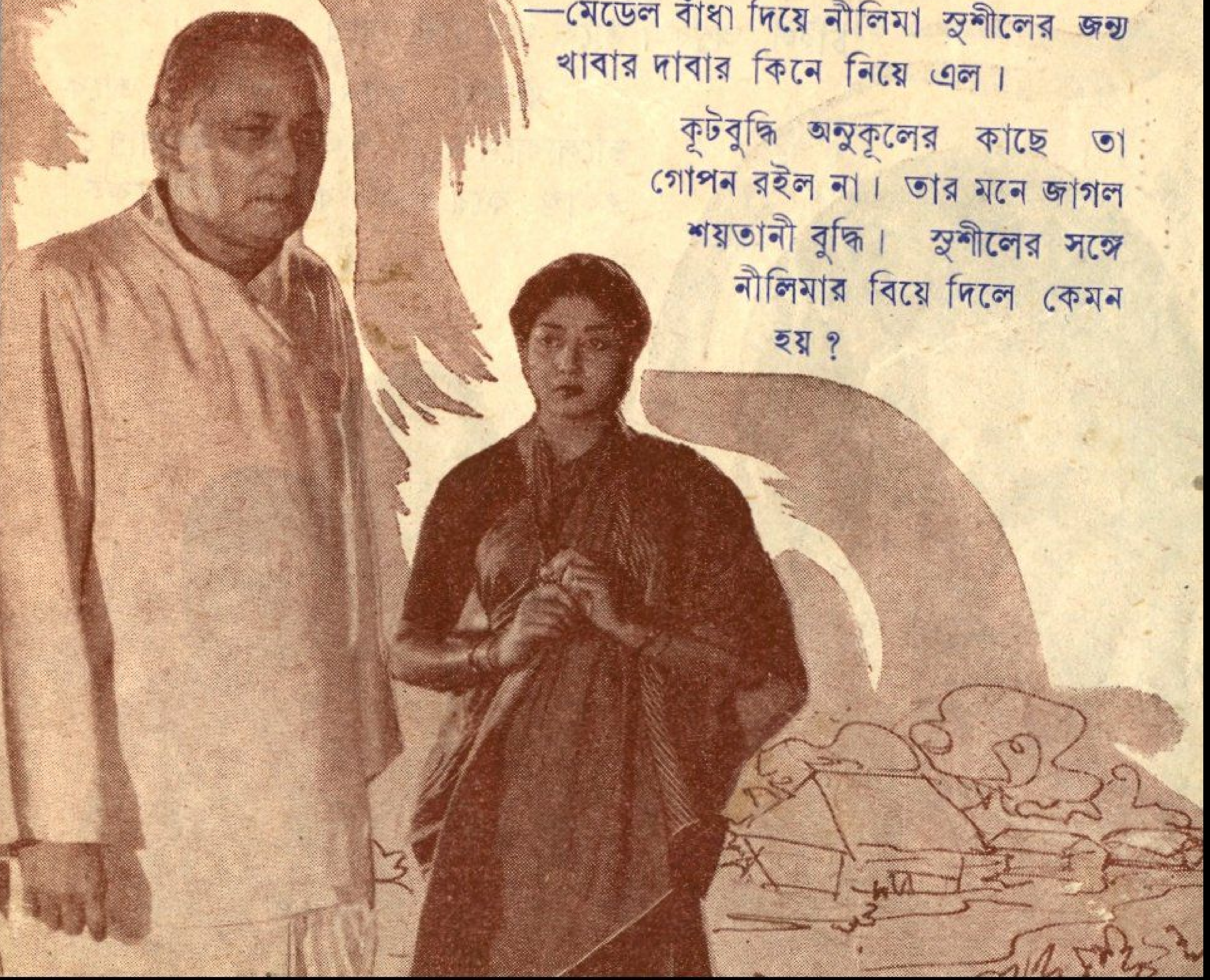

কিন্তু সুশীলের বাগ্‌দত্তা হয়ে আছে বিপ্রদাস মুখুজ্যের মেয়ে সুলেখা। ভুবন রায় এ বিয়েতে সম্মতি দেবে না…সুশীল তো রাজী হবেই না।

আড়ালে স্বর্ণকে ডেকে নিয়ে গিয়ে অনুকূল বললে, জোর করে নীলিমার সঙ্গে আমি সুশীলের বিয়ে দেব। স্বর্ণ আর্ত্তনাদ করে বললেন, না—না, এতবড় পাপ তুমি কিছুতেই করতে পারবে না। গর্জন করে অনুকূল প্রায় স্ত্রীর গলা টিপে ধরল। অজ্ঞান হয়ে স্বর্ণ মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। তারপর দেখা দিল তাঁর পক্ষাঘাত।

ভেতরের কথা সুশীল জানত না—সে সরলভাবে অসুস্থ স্বর্ণকে সেবা করতে লাগল। আর রোগীর শয্যাপার্শ্বে নীলিমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল তার পরিচয়। নীলিমার তরুণ মনে একটু একটু করে রঙ ধরতে লাগল। কিন্তু সুশীল সেভাবে নীলিমাকে দেখেনা—সে সুলেখাকেই ভালোবাসে, তারই ধ্যানে তন্ময়।

ওদিকে শয়তানীর জাল গোটাতে লাগল অনুকূল। তারপর একদিন এসে বজ্রস্বরে সুশীলকে জানালো: তুমি আমার মেয়েকে নষ্ট করেছ—তাকে তোমায় বিয়ে করতে হবে। না করো, তোমার নামে মামলা আনব আদালতে।

মিথ্যা আর হীনতার আঘাতে স্তব্ধ হয়ে গেলো সুশীল। পালাতে চাইল, অনুকূল তাকে ঘরে চাবী দিয়ে রেখেছে।

নীলিমা জানে, সুশীল তাকে ভালোবাসে না। অথচ, তার মনপ্রাণ যে একান্ত করে কামনা করছে সুশীলকেই।

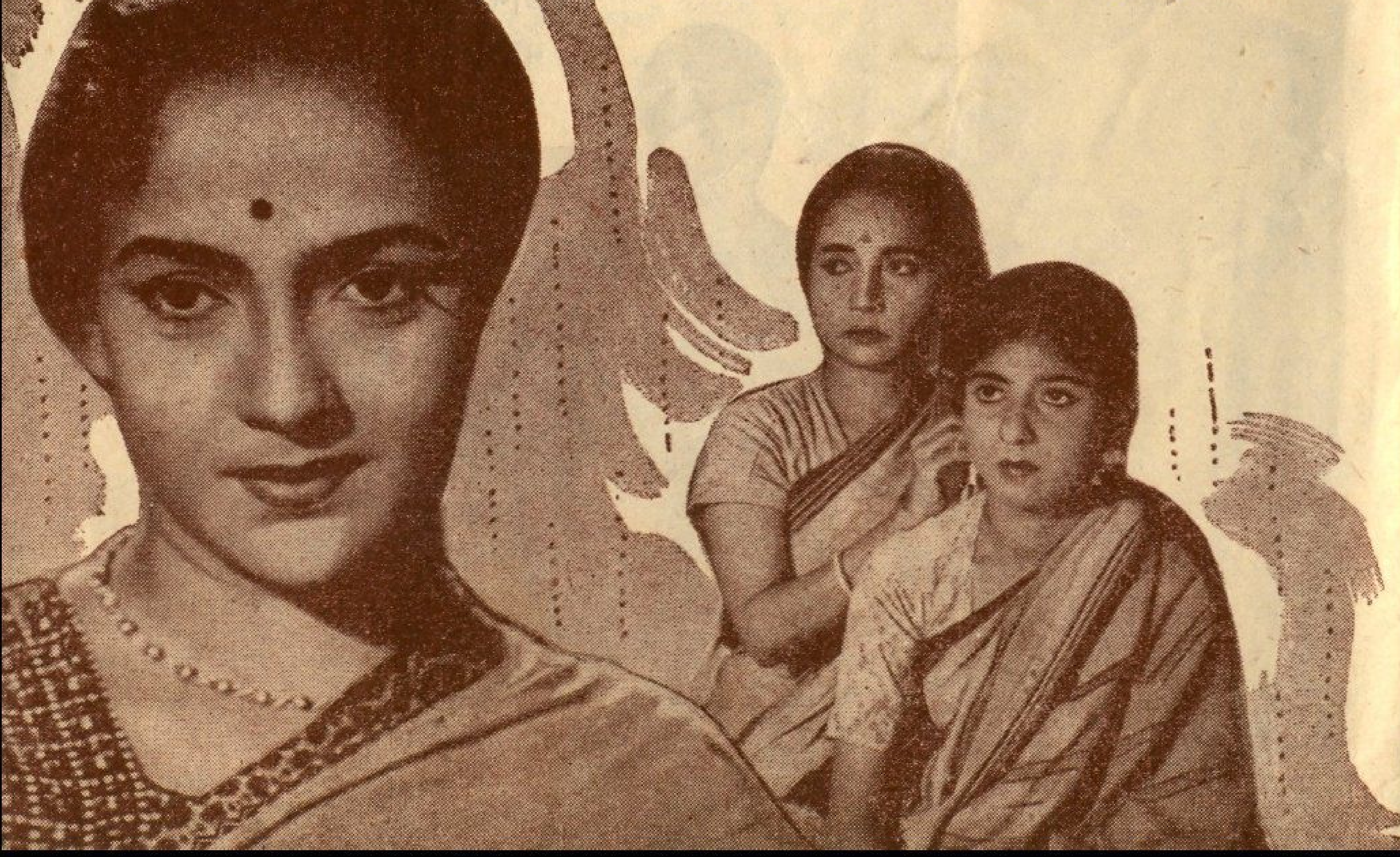

প্রেম আর বিবেকের দ্বন্দ্বে বিবেকেরই জয় হল—নীলিমা সুশীলের পালানোর পথ করে দিল।

বাড়া ভাতে ছাই পড়ল—রাগে অন্ধ হয়ে গেল অনুকূল। মেয়েকে বাঁচাতে প্রাণ দিলেন স্বর্ণ, আর ভগবানের অভিশাপের মতো অনুকূলের বাড়ীতে লাগল আগুন—এত যত্নের সঞ্চিত নোটের তাড়া—মহাজনী খৎ—সব আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

মার চিতার পাশ থেকে কোথায় হারিয়ে গেল নীলিমা—অনুকূল পাগল হয়ে গেল টাকার শোকে।

ভুবন রায়ের পরিবারে আর এক নাটক!

ভুবনের ছোট মেয়ে বিনতা বাপের অমতেই বিয়ে করছে রাঙা মাকাল, অপদার্থ শুভেন্দুকে। এর মধ্যে খবর এসেছিল অনুকূলের কাছ থেকে, মিথ্যে চিঠিতে সে জানিয়েছিল, সুশীল তার সর্বনাশ ক'রে নীলিমাকে নিয়ে গা-ঢাকা দিয়েছে।

ভুবন রায় সুশীলকে আদেশ করলেন, নীলিমাকে খুঁজে এনে বিয়ে করো। তার আগে আমার ক্ষমা তুমি পাবেনা!

বিপ্রদাস মুখুজ্জে সুলেখাকে বললেন, এ অবস্থায় তো সুশীলের সঙ্গে তোর বিয়ে হতে পারে না মা! আমি তোর জন্য নতুন পাত্র দেখি।

সুলেখা জবাব দিলে, না বাবা আমি আর বিয়ে করবো না তুমি কি আমায় দু'বার বিয়ে দিতে চাও?

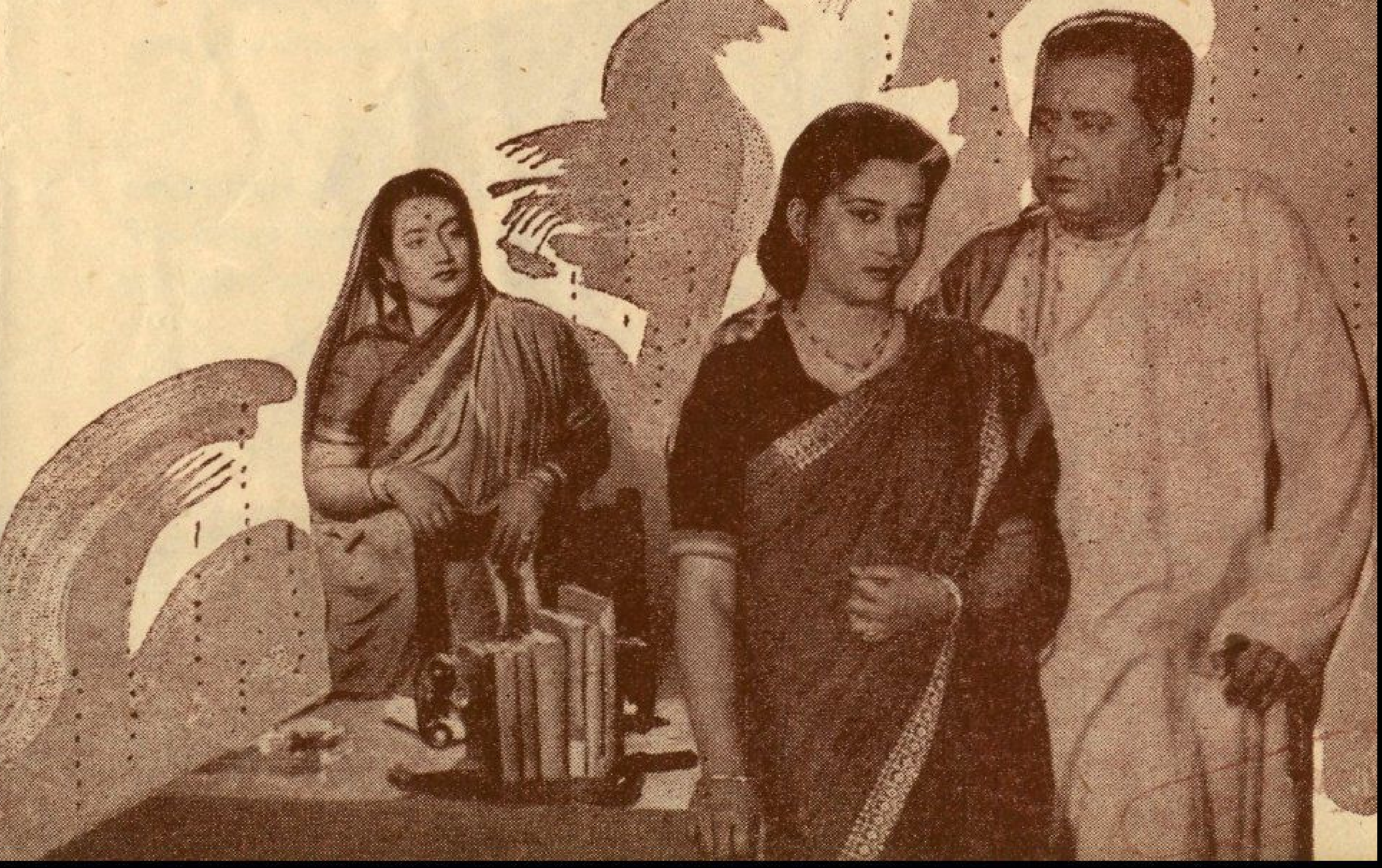

এদিকে বেহিসেবী, শুভেন্দুর জীবনে নেমেছে দারুণ আর্থিক বিপর্যয়। পাওনাদারের তাগাদায় অতিষ্ঠ হয়ে সে ভুবন রায়ের চেক জাল করে ভাঙাতে গেল ব্যাঙ্কে। তাড়া করল পুলিস—শুভেন্দু এসে সুশীলের কাছে কেঁদে পড়ল।—ভাই; বাঁচাও। তুমি যদি রক্ষা না করো, আমায় জেল খাটতে হবে, আত্মহত্যা করবে তোমার বোন বিনতা।

একটা বিচিত্র হাসি ফুটল সুশীলের মুখে। জীবনে সবাই তাকে ভুল বুঝল! সবাই যেন মিথ্যের বোঝা তারই উপর তুলে দিতে চায়! এমন কি সুলেখাও তাকে বিশ্বাস করে না।

তবে জেলই ভালো। সেই তার মুক্তি।

সুশীল পুলিশের কাছে গিয়ে বললো চেক আমিই জাল করেছিলাম। আমাকেই জেলে নিয়ে চলুন।

পাথর হয়ে রইলেন ভুবন রায়। পুলিশের সঙ্গে বেরিয়ে গেল সুশীল।

কিন্তু এই অবিচারের মধ্য দিয়েই কি শেষ হবে সুশীলের এত বড় দুঃখ-বরণ? সুলেখার তপস্যা কি মিথ্যে হয়ে যাবে?

একমাত্র নীলিমা—নীলিমাই হয়তো পারে এর সমাধান করতে। কিন্তু কোথায় সে? কোন্ অন্ধকারে সে হারিয়ে গেছে?

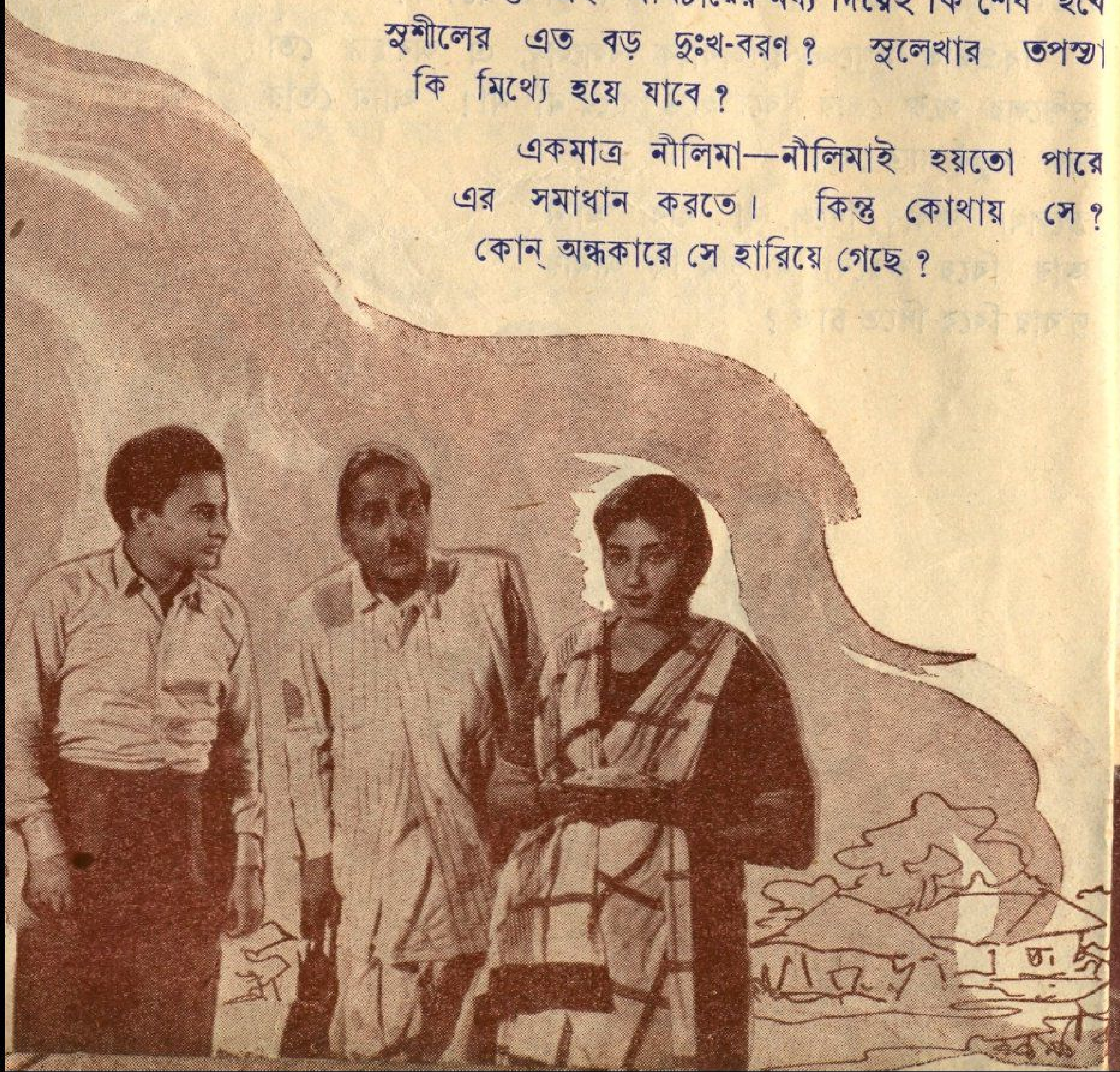

গান

(১)

কৃষ্ণ কলির মুকুল কাঁপে উতল হাওয়াতে
কোন অলকার স্বপ্নভরা ফালগুনী রাতে
নাম হারা কোন কাজল-পাখী
ঘুমের দেশে উঠল ডাকি

নিঝুম রাতে বেড়ায় খুঁজে পথিক অজানা
হারিয়ে যাওয়া কোন সুরভির সুরের ঠিকানা
শুক্লা চাঁদের রঙীন হাসি
নিরুদ্দেশের বাজায় বাঁশি
সে কোন রাধার মন ভোলানো
তমাল ছায়াতে—

(২)

মুরলী বাজে প্রেম বৃন্দাবনে
নব—অনুরাগিনী
শ্যাম—সোহাগিনী
অভিসারে চলে রাধা কুঞ্জবনে
কোকিল কুহু কুহু গাহে তরুশাখে
নীল নিচোলে রাধা মুখ শশী ঢাকে
সুরভিত বনতলে
ফুল্ল কুসুমদলে
মোহিত অলিকুল গুঞ্জরণে
মধু ঋতু বসন্তে গাহে ব্রজনারী
হে চির সুন্দর হে গিরিধারী
দাও প্রিয় দরশন
অন্তরে অনুখন
রাধার জীবন সখা মধু মিলনে॥

(৩)

ললাটে তোমার জয়ের তিলক আঁকা
বিজয় তোরণে থেমেছে রথের চাকা
সূর্যালোকের মালা চন্দন
আনুক জীবনে অভিনন্দন
আগামীর পথ হোক ফুলে ফুলে ঢাকা
বারে বারে তুমি বেঁধেছ অশেষ ঋণে
প্রেমের চিত্ত দিয়েছ বিত্তহীনে
তাইতো নীরব ফল্গু ধারায়
অন্তর তলে আজো বহে যায়
নীরব স্মৃতির তরঙ্গ ছবি আঁকা॥

(৪)

পৃথিবীর গান—আকাশ কি মনে রাখে
নীরব সুরের রামধনু শুধু
দিগন্তে ছবি আঁকে
ফুলের সুরভি মায়া
উদাসী হাওয়ায় মন ভরে দেয়—
অরণ্যে কাঁপে ছায়া
অরুণ আলোয় ব্যথিত প্রেমের
কমলিনী মুখ ঢাকে
ওগো প্রেম তুমি স্বপনের মায়ামৃগ
আজো বন পথে মায়া হরিণীর
ঠিকানা দেবেনা কি গো
ফিরে এসো তবে গানে
আকাশ কাঁপানো বাতাস কাঁপানো
সুরভিত অভিমানে
মন যে দিলনা একি পরিহাস
মন দিতে যাওয়া তাকে॥

(৫)

রামের আদেশে মহাবীর হনুমান।
ত্বরায় মা জানকীর অন্বেষণে যান॥
নেহারিয়া স্বর্ণলঙ্কা সাগরের পার।
লম্ফ দিয়া পার হইল ছাড়ি হুহুঙ্কার॥
স্বর্গজয়ী রাবণের এ যে অপমান।
হনুর দাপটে লঙ্কা ক্রোধে বহ্নিমান॥

পি.কে.ফিল্মসের
নিবেদন!
আনন্দকিশোর মুন্সী
রচিত
রায়বাহাদুর
পরিচালনা • অর্দ্ধেন্দু মুখার্জী
সঙ্গীত • সলিল চৌধুরী
শ্রেষ্ঠাংশে
প্রদীপকুমার • মালা সিনহা
জীবন বসু • জহর গাঙ্গুলী • জহর রায় •
সবিতা চ্যাটার্জী (বসু) • রাজলক্ষ্মী ও কুমকুম
মুভিমায়া রিলিজ